দৈনিক জনকণ্ঠ

3 APR 2003

হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শনিবার

অবিলম্বে বিচার না হলে ইডেন কলেজে ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আবারও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে ছাত্রীদের জন্য দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে সংগঠনের নেত্রীদের ওপর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ আগামী শনিবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করবে। অবিলম্বে এ ঘটনার বিচার না হলে তারা কলেজে ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচী দেবে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ছাত্রদলের পাঁচ নেত্রীর নামে লালবাগ থানায় মামলা করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টও তাদের নেত্রীদের ওপর ছাত্রদলের হামলার বিচার দাবি করেছে। অবিলম্বে বিচার না হলে তারাও কঠোর কর্মসূচী দেবে। এ অবস্থায় কলেজ পরিস্থিতি আবারও অস্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ ঘটনার বিচার দাবি করে এবং কর্মসূচী ঘোষণা করে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রলীগ ইডেন কলেজ শাখার সভানেত্রী জেন্দা পারভীন খান রিমি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মারুফা আক্তার পপি,

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

অবিলম্বে বিচার না হলে

(৮-এর পাতার পর)

বলরাম পোদ্দার, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, একেএম আজিম, অসিত বরণ বিশ্বাস, সাইফুজ্জামান শিখর, মিহির কান্তি ঘোষাল, কামরুল ইসলাম খোকন, ইসহাক মিয়া, এসআর পলাশ, আলমগীর হাসান, এমদাদ হাওলাদার প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর বিভিন্ন নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়। এদিকে ছাত্রদলের হামলায় আহত ছাত্রলীগ নেত্রী চন্দ্রা রায় চম্পা এখন শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে লালবাগ থানায় ছাত্রদলের পাঁচ নেত্রীর নামে একটি মামলা করেছেন। যে পাঁচজন ছাত্রদল নেত্রীকে আসামী করে মামলা করা হয়েছে তাঁরা হলেন জেনি, নিশিতা, কেয়া, সিমা ও রুমা। অন্যদিকে ছাত্রফ্রন্ট সূত্রে জানা গেছে, অবিলম্বে এ ঘটনার বিচার না হলে তারাও কঠোর কর্মসূচীতে যাবে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্টের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে মারধর করে। এনিয়ে কলেজে তুলকালাম কাণ্ডও ঘটে। ঘটনা সামাল দিতে সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী পর্যন্ত কলেজ ক্যাম্পাসে আসেন।